গৌরীপুরের বাহাছ

কেয়াম ও আখেরে-জোহর

আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতে অদ্দীন ইমামুলহুদা
আমিরুশ্শারিয়ত মুজাদ্দিদে জামান মুরশিদে দাওরান
পীরে কামেল শাহ্ সুফী আ'লা হজরত আলহাজ্জ জনাব মাওলানা

মোহাম্মাদ আবুবকরসিদ্দিকী

রহমাতুল্লা আলাইহে্

এঁর —

অন্যতম প্রধান খলিফা ইমামুশ্শারিয়ত শ্রেষ্ঠতম মুবাহিছ ও মুব্বাল্লিগ
সুলতানুল ওয়ায়েজীন ফকীহ্ মুফতী হাদিয়ে জামান অলিয়ে কামেল
পীর ও মুরশীদ সাধক প্রবর ও মনিষী সুন্নত অল জামায়াতের
সঞ্জীবিতকারী জমিয়াতে উলামায়ে-হিন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
ও বঙ্গদেশের সভাপতি স্বাধীনতা সংগ্রামী বাগ্মী শ্রেষ্ঠ নির্ভীক
সুমহান নেতা কর্মবীর শাহ্ সুফী জনাব হজরত আল্লামা

মাওলানা **মোহাম্মদ রুহল আমিন**

রহমাতুল্লাহ আলাইহে কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

বশিরহাট নবনূর প্রেস হইতে মুদ্রিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল ।

সাহায্য মুল্য ১২ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و اله و اصحبه اجمعين

গৌরীপুরের বাহাছ

কেয়াম ও আখেরে-জোহর

সন ১৩৩৩ সালের ২০ শে অগ্রাহয়ণ তারিখে আসাম ধুবড়ীর এলাকাধীন গৌরীপুর রাজবাটীর সন্নিকট এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উহার নিকটবর্ত্তী টিয়ামারীর 'মদিনাতোল-উলুম' মাদ্রাসার মৌলবিগণ তথাকার লোকদিগকে মিলাদ শরিফের কেয়াম ও আখেরে-জোহর পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া দেশে মহা অশান্তির সৃষ্টি করেন। স্থানীয় লোকেরা উপরোক্ত সভায় উল্লিখিত মছলা দুইটি মীমাংসা করিয়া লাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। তাঁহারা এই সভার জন্য মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেবকে আহ্বান করেন। ইনি ১৯শে অগ্রহায়ণ লালমনিরহাট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কিছামাত হারাটী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি ওয়াজের সভায় যোগদান করেন, উক্ত মদিনাতোল-উলুম মাদ্রাসার পক্ষ হইতে চারিজন ধোকাবাজ লোক কিছামাত হারাটীর সভায় উপস্থিত হইয়া গৌরীপুর সভা হইবে না বলিয়া মাওলানা ছাহেবকে ধোকা দিবার চেষ্টা করে,

কিন্তু তিনি তাহাদের চক্রান্তের ভেদ করিয়া বলেন, যখন আমি গৌরীপুরের দাওত স্বীকার করিয়াছি, তখন আমি নিশ্চয় তথায় উপস্থিত হইব। অবশেষে উক্ত ধোকাবাজেরা বলিতে লাগিল যে, তথায় বাহাছ হইবে। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, বাহাছ করিতে করিতে আমার এই বয়স হইয়াছে, যদি বাহাছ করিতে হয়, তাহাতেই বা ভয় কি ? মাওলানা ছাহেব ২০ শে অগ্রহায়ণ ৬টার সময় গৌরীপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বাহাছের সংবাদ অবগত হন। প্রকৃতপক্ষে বাহাছ করিতে হইবে, ইহা গৌরীপুর নিবাসিরা স্পষ্টভাবে মাওলানা ছাহেবকে জ্ঞাপন করেন নাই, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ইহা জানাইলে, তিনি বাহাছের জন্য বহু কেতাব সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যাহা হউক, তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে এই কয়খানি কেতাব আছে, ইহাই যথেষ্ট হইবে।

মাওলানা ছাহেব ১টার সময় সভাস্থলে উপস্থিত হন, কিন্তু প্রতিপক্ষগণ শান্তি ভঙ্গ হইবে, দেওয়ান বাহাদুর উপস্থিত নন ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া সভায় উপস্থিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ গৌরীপুরের রাজ-সন্নিধানে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন, করায়, তাঁহার উপযুক্ত দেওয়ান বাবু দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল মহোদয় 'মদিনাতোল উলুম' মাদ্রাসার মৌলবীগণকে পত্র দ্বারা জানান যে, "যদি আপনারা এই সভায় উপস্থিত হইয়া তর্ক বা যে কোন প্রকারে মীমাংসা না করেন, তবে ভবিষ্যতে আপনাদের মত লইয়া আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারিবেন না, তাহা এই পত্র দ্বারা জানাইয়া দিলাম।" এই পত্র পাইয়া তাঁহারা সদলবলে বহু কেতাব সহ ৫টার সময় সভাস্থলে উপস্থিত হন।

সভাপতি ও শালিষ কোন্ ব্যক্তি হইবেন, ইহাতে মতভেদ হয়। মদিনাতোল-উলুম মাদ্রাসার হেড মৌলবী শ্রীহট্ট নিবাসী মাওলানা আবু আছাদ নুরুল হক সাহেব গৌরীপুর হাই স্কুলের অহাবী ভাবাপন্ন

মৌলবী সাহেবকে সভাপতি করার প্রস্তাব করেন। পক্ষান্তরে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে ধুবড়ী ফৌজদারী আদালতের পেন্সনপ্রাপ্ত মৌলবী মোহম্মদ আবদুল গণি সাবেহকে সভাপতি করার প্রস্তাব করা হয়।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব সভাস্থ লোকদিগকে এ বিষয়ে ভোট দিতে অনুরোধ করেন। উক্ত মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদিগের সাঙ্গ পাঙ্গ ছাত্র অনুমান ২৫ জন লোক হাই স্কুলের মৌলবী সাহেবের পক্ষে ভোট দেন, আর প্রায় দুই সহস্র লোক পেশকার মৌলবী আবদুল গনি সাহেবের পক্ষে ভোট দেন, কাজেই পেশকার সাহেবই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব প্রথমেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, গৌরীপুরবাসিরা আমাকে বাহাছ করার কথা স্পষ্টভাবে জানান নাই, যদি জানাইতেন, তবে আমি বাহাছের কেতাব পত্রসহ উপস্থিত হইতাম। যাহা হউক, প্রতিপক্ষদিকের কেতাব হইতেই আমাদের দাবি সপ্রমাণ করিয়া দেখাইব।

এক্ষণে আমি মাওলানা আবু আছাদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কেয়াম করা ও আখেরে-জোহর পড়া কি বলেন ?

তিনি বলিলেন, আমি মোনকের, আমি উহার দলীল দিতে বাধ্য নহি।

মাওলানা মোহম্মাদ রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনি কিজন্য উহা এনকার করেন ? উভয় বিষয় কি হারাম, না মকরুহ-তহরিমি অথবা মকরুহ-তঞ্জিহি ?

তিনি কিছুই বলিতে চাহেন না।

মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনি কি কারণে দেশের লোককে উভয় কার্য্য করিতে নিষেধ করেন ?

তিনি আবল-তাবল কিছু বলিতে লাগিলেন।

মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, যখন আপনি দেশের লোককে কেয়াম করিতে ও আখেরে-জোহর পড়িতে নিষেধ করেন, তখন আমার সাক্ষাতে নিষেধের কারণটী বলিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন কেন ?

তিনি স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বাহাছের শর্ত্ত স্থির করিতে বলেন।

মাওলানা মোঃ রুহল আমিন সাহেব বলিলেন, অগ্রে আপনি বাহাছের মূল স্থির করুন, কেয়াম ও আখেরে-জোহর হালাল, হারাম, মরকুহ তহরিমি বা মকরুহ তঞ্জিহি তাহাই বলুন, পরে বাহাছের সহস্র শর্ত্ত স্থির করিবেন।

তিনি কিছুতেই আসল কথা বলিলেন না, নানা অবান্তর কথায় প্রায় আধ ঘন্টা কাল নষ্ট করিলেন, ইহাতে শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল, এমন কি একজন বৃদ্ধ লোক বলিয়া উঠিল, ধিক্ মৌলবী তোমার মুখে ধিক্, এখন কেন উত্তর দিতে অপারক।

অবশেষে ইনি সভাস্থ লোকের বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় কিম্বা ছাহাবা ও তাবেয়িগণের জামানায় কি কেয়াম করা হইত ? না আখেরে-জোহর পড়া হইত ?

মাওলানা মোহম্মদ রুহর আমিন ছাহেব বলিলেন, এতক্ষণ পরে শ্রীহট্ট নিবাসী মাওলানা কেয়াম না করার ও আখেরে-জোহর না পড়ার দলীল পেশ করিয়াছেন।

অমনি তিনি বলিলেন, ইহা দলীল হইবে কিরূপে ? সভাপতি

সাহেব বলিলেন, যদি ইহা দলীলরূপে উল্লেখ করা না হইয়া থাকে, তবে কি জন্য উহা বলা হইল ?

কেয়াম ও আখেরে-জোহর অমান্যকারী মাওলানা ইহাতে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, ধরা দিয়া পলায়ন করার পথ খুজিতেছিলেন, মিনিটের মধ্যে মত পরিবর্ত্তন করিতে ও কথা উল্টাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সভাপতি সাহেবের জেরাতে আর তাহা সম্ভব হইল না।

মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, শ্রোতাবৃন্দ বুঝুন, যে কার্য্য হজরত (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেয়িগণের জামানায় হইত না, তাহা এই মাওলানার মতে নাজায়েজ। ইনি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন কি না ? আমি বলি, এই মাওলানা এইরূপ শত শত কার্য্য করিয়া থাকেন

১। এই-শামী কেতাবের ১।৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

هل يستحب التلفظ بها او يسن او يكره فيه اقوال اختار فى الهداية الاول لمن لا تجتمع عزيمته و فى الفتح لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم و اصحابه التلفظ بها لا فى حديث صحيح و لا ضعيف و زاد ابن امير حاج ولا عن الائمة الاربعة *

ওজুর নিয়তের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা মোস্তাহাব, ছুন্নত কিম্বা মকরুহ, ইহাতে কয়েকটী মত আছে।

" যে ব্যক্তির অন্তরের সঙ্কল্প (নিয়ত) স্থির হয় না, তাহার জন্য হেদায়া কেতাবে প্রথম মতটী মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। ফৎহোল-কদীরে আছে, কোন ছহিহ বা জইফ হাদিছে (হজরত) নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করার কথা বর্ণিত হয় নাই। আরও এবনো-আমিরে হাজ্জ বলিয়াছেন যে, চারি

এমাম হইতে উহা উল্লিখিত হয় নাই।”

দোর্রোল-মোখতার, ১।৩১ পৃষ্ঠা ঃ—

و التلفظ بها مستحب هو المختار و قيل سنة يعنى احبه السلف

او سنة علماؤنا اذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين

بل قيل بدعة *

“নামাজের নিয়তের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা মোস্তাহাব, ইহাই মনোনীত মত। কেহ কেহ উহা ছুন্নত বলিয়াছেন, ছুন্নতের অর্থ প্রাচীন বিদ্বানগণ উহা পছন্দ করিয়াছেন কিম্বা আমাদের আলেমগণ উক্ত সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, কেননা। (হজরত) মোস্তাফা (ছাঃ) ছাবাহাগণ ও তাবেয়িগণ হইতে উহা বর্ণিত হয় নাই, বরং কেহ কেহ উহা বেদায়ত বলিয়াছেন।”

শামী, ১।৩০৬ পৃষ্ঠা ঃ—

نقله فى الفتح و قال فى الحلية و لعل الاشبه انه بدعة

حسنة عند قصد جمع العزيمة لان الانسان قد يغلب عليه

تفرق خاطره و قد استفاض ظهور العمل به فى كثير من الاعصار

فى عامة الامصار فلا جرم انه ذهب فى المبسوط و الهداية و الكافى الى

انه ان فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن *

“ফৎহোল-কদীর কেতাবে আছে যে, কেহ কেহ উহা বেদয়াত বলিয়াছেন। হুলইয়া কেতাবে আছে ; মনের চিন্তা (নিয়ত) স্থির করা উদ্দেশ্যে নিয়তের শব্দ মৌখিক উচ্চারণ করা সমধিক ছহিহ মতে

নেক (হাছানা) বেদয়াত, কেননা কখন মানুষ বিবিধ চিন্তার আধিক্য হেতু অস্থির হইয়া থাকে। নিয়তের শব্দ মৌখিক উচ্চারণ করার প্রথা বহুকাল হইতে অধিকাংশ শহরে প্রকাশ্যভাবে প্রচলিত হইয়াছে, এই জন্য মবছুত, হেদায়া ও কাফি প্রণেতাগণ এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, যদি অন্তরের নিয়ত ঠিক করার উদ্দেশ্যে উহার শব্দ মৌখিক উচ্চারণ করে, তবে উত্তম কার্য্য হইবে।"

এক্ষণে আমি মাদ্রাসার মাওলানা সাবেহকে জিজ্ঞাসা করি যে, নিয়তের শব্দ মৌখিক উচ্চারণ করার প্রথা অনেক জামানা পরে সৃষ্টি হইয়াছে, তিনিও উহা করিয়া থাকেন। কেয়াম ও আখেরে- জোহর অনেক জামানা পরে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যদি উভয় বিষয় নিষিদ্ধ হয়, তবে কেন তিনি নিয়তের শব্দ মৌখিক পাঠ করিতে নিষেধ করেন না।

শ্রীহট্টের মাওলানা দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃত উত্তর দিতে না পারিয়া আবল-তাবল কিছু বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সভার লোকেরা তাহা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, শামী কেতাবের ১।২৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আজান ও একামতের মধ্যে 'নামাজ' 'নামাজ' বা এইরূপ কোন শব্দ দ্বারা নামাজিদিগকে আহ্বান করাকে 'তছবিব' বলা হয়।

উক্ত কেতাব,১।২৮৬ পৃষ্ঠা ঃ—

قال فی العنایة احدث المتاخرون التثویب بین الاذان والاقامة علی حسب ما تعارفوہ فی جمیع الصلوٰۃ سوی المغرب و ما راہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن *

"এনায়া লেখক বলিয়াছেন, শেষ জামানার বিদ্বানগণ মগরেব

ব্যতীত সমস্ত নামাজে লোকদিগের প্রথা অনুসারে 'তছবিব' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুছলমানগণ যাহা উত্তম ধারণা করিয়াছেন অল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাহাই উত্তম।"

শরহে-বেকায়া, ১।১৫৪ পৃষ্ঠা ঃ—

استحسن المتاخرون تثويب الصلوة كلها

"শেষ জামানার আলেমগণ সমস্ত নামাজে 'তছবিব' উত্তম স্থির করিয়াছেন।"

আলমগিরি, ১।৫৮ পৃষ্ঠা ঃ—

و التثويب حسن عند المتاخرين فى كل صلوة الافى المغرب *

হেদায়া, ১।৭২ পৃষ্ঠা ঃ—

و المتاخرون استحسنوه فى الصلوات كلها لظهور التوانى فى الامور الدينية *

" শেষ জামানার বিদ্বানগণ দীনি কার্য্যকলাপে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য সমস্ত নামাজে 'তছবিব' মোস্তাহছান স্থির করিয়াছেন।"

তছবিব বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছে, শ্রীহট্টবাসী মাওলানা যখন কেয়াম ও আখেরে-জোহর পড়িতে নিষেধ করেন, তখন তছবিব করা কেন নিষেধ করেন না ?

৩। দোর্রোল-মোখতার, ১।৬৩ পৃষ্ঠা ঃ—

يندب ذكر الخلفاء الراشدين و العمين لا الدعاء للسلطان و جوزه القهستانى *

"(হজরতের) সত্যপরায়ণ খলিফাগণের এবং দুই চাচার উল্লেখ করা (খোৎবার মধ্যে) মোস্তাহাব, সুলতানের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব এবং কাহাস্তানি উহা জায়েজ বলিয়াছেন।"

শামি, ১।৪৯৯ পৃষ্ঠা :—

قال فی البحر انه لا یستحب لما روی عن عطاء حین سئل عن ذلك فقال انه محدث *

বাহরোর-রায়েক প্রণেতা বলিয়াছেন, বাদশাহের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব নহে, কেননা আতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় তাঁহাকে এতৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, উহা বেদয়াত।

আলমগিরি, ১।১৫৬ পৃষ্ঠা :—

ذکر الخلفاء الراشدین و العمین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مستحسن بذلك جری التوارث كذا فی التجنیس *

"(খোৎবার মধ্যে) হজরতের সত্যপরায়ণ খলিফাগণের ও দুই চাচার (রাঃ) নামোল্লেখ করা মোস্তাহছান, এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা তজনিছ কেতাবে আছে।"

জামেয়োর-রমু, ১৫১ পৃষ্ঠা :—

ثم یستحسن الثناء علی الخلفاء الراشدین كما فی الزاهدی *

সত্যপরায়ণ খলিফাগণের প্রশংসা করা মোস্তাহছান, ইহা জাহেদী কেতাবে আছে।"

মাওলানা যখন আখেরে-জোহর ও কেয়াম নিষেধ করেন, তখন খোৎবার মধ্যে হজরতের চারি ছাহাবা ও দুই চাচার নাম উল্লেখ

করিতে কেন নিষেধ করেন না ? সুলতানের জন্য দোয়া করিতে কেন নিষেধ করেন না?

৪। দোর্রোল-মোখতার, ১।২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

التسليم بعد الاذان حدث فى ربيع الآخر سنة سبعمائة و احدى و ثمانين فى عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث فى الكل الا المغرب و هو بدعة حسنة *

"হিজরী ৭৮১ সনের রবিয়োছ্-ছানি মাসের সোমবারের রত্রে এশার ওয়াক্তে, তৎপরে জোমার দিবসে আজানের পরে ছালাম পড়ার প্রথা প্রচলিত হয়, ইহার দশ বৎসর পরে মগরেব ব্যতীত সমস্ত ওয়াক্তে উহা প্রচলিত হয়, ইহা বেদয়াতে-হাছনা।"

শামী, ১।২৮৭ পৃষ্ঠা ঃ—

و ان ابتداءه كان فى ايام السلطان الناصر صلاح الدين بامره *

"ছাখাবি 'কওলোল-বদি' কেতাবে লিখিয়াছেন, সুলতান নাছের ছালাহউদ্দিনের জামানায় তাঁহার হুকুমে প্রথমেই উক্ত ছালাম পড়ার প্রথা প্রচলিত হয়।"

৫। শামী, ১।২৮৭ পৃষ্ঠা

ذ كر السيوطى ان اول من احدث اذان اثنين معا بنوامية (الى) ففيه دليل على انه غير مكروه لان المتوارث لا يكون مكروها و كذلك نقول فى الاذان بين يدى الخطيب فيكون بدعة حسنة اذ ما راه المسلمون حسنا فهو حسن اه ثم قال ولا خصوصية للجمعة اذ الفروض الخمسة تحتاج للاعلام *

"ছিউতি উল্লেখ করিয়াছেন, বনু-উমাইয়া বংশধর খলিফাগণ প্রথমেই দুইজন এক সঙ্গে আজান দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

"উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হয় যে, উহা মকরুহ নহে, কেননা যাহা বহুকাল হইতে মুছলমানগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা মকরুহ হইতে পারে না। (যেরূপ জুমার প্রথম আজান কয়েকজন একসঙ্গে দিলে মকরুহ হইবে না, সেইরূপ খতিবের সম্মুখে যে আজান দেওয়া হয়, তাহাও কয়েকজন একসঙ্গে দিলে মকরুহ হইবে না, কাজেই উহা বেদয়াতে-হাছানা হইবে। কেননা মুছলমানগণ যাহা উত্তম বিবেচনা করেন, তাহা উত্তম হইবে। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ আজান জুমার জন্য খাস নহে, কেননা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজের জন্য সংবাদ দেওয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে।"

৬। আলমগিরি, ৫।৩৫৮ পৃষ্ঠা ঃ—

لا باس بكتابة اسامى السور و عدد الاي و هو ان كان احداثا فهو بدعة حسنة و كم من شئ كان احداثا و هو بدعة حسنة و كم من شئ يختلف باختلاف الزمان و المكان كذا فى جواهر الاخلاطى *

"(কোর-আন শরিফে) ছুরাগুলির নাম ও আয়াতগুলির সংখ্যা লেখাতে কোন দোষ নাই, উহা যদিও নূতন সৃষ্টি, তবু উহা বেদয়াতে-হাছানা। অনেক বিষয় নব সৃষ্টি হইলেও বেদয়াতে-হাছানা হইবে। অনেক বিষয় কাল ও স্থানের পরিবর্ত্তন হেতু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহা জাওয়াহেরে-আখলাতিতে আছে।"

হেদায়া, ৪।৪৭১।৪৭২ পৃষ্ঠা ঃ—

يكره التعشير و النقط فى المصحف قالوا فى زماننا لابد للعجم من دلالة فترك ذلك اخلال بالحفظ و هجران القران فيكون حسنا *

" কোর-আন শরিফে দশ দশ আয়াতের চিহ্ন লেখা ও জের, জবর ও পেশ দেওয়া মকরুহ হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আমাদের জামানায় আজমবাসিগণের পক্ষে (কোর-আন পাঠের) পথ প্রদর্শন বা জরুরি, উহা ত্যাগ করাতে (কোর-আন) কণ্ঠস্থ করার বিঘ্ন ঘটিবে এবং কোর-আন পরিত্যক্ত হইবে।"

দোর্রোল-মোখতার, ৪।৫৫ পৃষ্ঠা ঃ—

و تعشيره و نقطه اى اظهار اعرابه و به يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن و على هذا لا باس بكتابة اسامى السور و عد الاى و علامات الوقف و نحوه و نحوها فهى بدعة حسنة درر وتنبه *

শামী, ৫ পৃষ্ঠা ঃ—

(قوله و نحوها) كالسجدة و رموز التجويد

"(কোর-আন শরিফে) দশ দশ আয়াত শেষ হওয়া স্থলে চিহ্ন লেখা, জের, জবর ও পেশ দেওয়া জায়েজ হইবে, ইহাতে নিশ্চয় (লোকদিগের), বিযেযতঃ আজামিদিগের (কোর-আন পাঠের) পথ সুগম হইয়া থাকে, কাজেই ইহা মোস্তাহছান (উত্তম নিয়ম) হইবে। এই হিসাবে ছুরাগুলির নাম, আয়াতগুলির সংখ্যা, অকফ, ছেজ্দা ও তজবিদের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি লেখাতে কোন দোষ হইবে না, বরং বেদয়াতে-হাছানা হইবে, ইহা দোরার ও কিনইয়া

কেতাবে আছে।"

মাওলানা যখন কেয়াম ও আখেরে-জোহর বহুকাল পরে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া নিষেধ করেন, তখন কি জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি নিষেধ করেন না ?

৭। মাওলানা যখন এত বড় মোহাদ্দেছ হওয়ার দাবি করিয়া থাকেন, তখন তিনি হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাবা ও তাবেয়িগণের জামানায় কেয়াম ও আখেরে-জোহর ছিল না বলিয়া উভয় বিষয় ত্যাগ করার ফৎওয়া দিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন মোহাদ্দেছগণ হাদিছ সমূহকে ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোরছাল, মোদরাজ, মোয়াল্লাল, মোয়ানয়ান, আজিজ, গরিব, শাজ্জ, মোতাওয়াতের, মশহুর ইত্যাদি কয়েক নামে অভিহিত করিয়া কতকগুলিকে গ্রহণ ও কতকগুলিকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই মতগুলি হজরত নবি (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেয়িগণের জামানায় ছিল না, ইহা বেদয়াতে-হাছানা, মাওলানা নুরল হক সাহেব হাদিছের উক্ত নিয়মগুলি দুষিত বেদয়াত বলিয়া কেন নিষেধ করেন না?

যিনি মোহদ্দেছ হওয়ার দাবি করেন এবং কিছু কিছু হাদিছতত্ত্ব অবগত থাকেন, তিনি এরূপ বাতীল কথা কিছুতেই বলিতে পারেন না।

মাওলানা নুরল হক সাহেবের সঙ্গী মৌলবীগণ নিজেদের মাহা লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের লক্ষণ দেখিয়া দুই একজন ব্যতীত সকলেই তার্কিক নেতাকে মগরেবের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া গা-ঢাকা দিয়া কিভাবে সভাস্থল হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তাহা লোকে জানিতে পারিল না। মগরেবের নামাজের জন্য কিছুক্ষণ বাহাছ স্থগিত থাকিল।

সন্ধ্যার পরে মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব ব্যাঘ্রের

ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, প্রতিপোক্ষ মাওলানা দাবি করিয়াছেন যে, যে কার্য্য হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণের সময় না হইয়া থাকে, উহা নাজায়েজ হইবে, তাঁহার এই দাবি একেবারে বাতীল, এই দেখুন মেশকাতের ৩৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটী লিখিত হইয়াছে ঃ—

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شیٔ *

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম স্থাপন করে, সে ব্যক্তি তাহার নিজের নেকী এবং তৎপরে যাহারা তদনুযায়ী কার্য্য করে — তাহাদের নেকী প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু উহার পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানকারিদের নেকীর পরিমাণ কম হইবে না।"

এই হাদিছে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কেয়ামত অবধি কেহ শরিয়তের পৃষ্ঠপোষক কোন সুনিয়ম প্রচলন করিলে, উহা দুষিত বেদয়াত হইবে না, বরং নেক বেদয়াত হইবে।

কেয়াম ও আখেরে-জোহর এই শ্রেণীভুক্ত, ইহা উত্তম কার্য্য হইবে, ইহা দুষিত কার্য্য নহে।

প্রতিপক্ষ মাওলানা অদ্যাবধি হানাফী মজহাবের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

এই দেখুন শামীর প্রথম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

و اذا لم یوجد فی الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر و تکلم فیه المشائخ المتاخرین قولا و احدا یؤخذ به فان اختلفوا یؤخذ بقول الاکثرین

"আর যদি কোন ঘটনায় এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় হইতে কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা উল্লিখিত না থাকে এবং পরবর্ত্তী জামানার বিদ্বানগণ তৎসম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাই গ্রহণ করা হইবে। আর যদি ইহারা মতভেদ করিয়া থাকেন, তবে অধিকাংশের মত গ্রহণ করা হইবে।"

আর অধিকাংশ বিদ্বানের মত গ্রহণ করা হজরত নবি (ছাঃ) এর আদেশ।

মেসকাতের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

يد الله على الجماعة و من شذ شذ فى النار

"হজরত বলিয়াছেন, বৃহৎ দলের উপর আল্লাহতায়ালার সাহায্য রহিয়াছে, আর যে ব্যক্তি বৃহৎ জামায়াত হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, একা দোজখে পতিত হইবে।"

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বড় জামায়াত (বিদ্বানের) আদেশ পালন কর, কেননা যে ব্যক্তি (বড় জামায়াত) হইতে পৃথক হইয়া গেল, সে ব্যক্তি একা দোজখে পতিত হইবে।"

আল্লামা বারজাঞ্জি লিখিয়াছেন, —

وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذورواية ورواية *

"হজরত নবী(ছাঃ) এর পয়দাএশের বর্ণনা কালে কেয়াম করা মোহাদ্দেছ ও ফকিহ এমামগণ মোস্তাহছান স্থির করিয়াছেন।"

"তফছিরে-আহমদী, ৭০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

و اكثرهم داموا على ادائها اولا علما منهم بانها من من اكبر شعائر الاسلام و التزموا بعدها اداء الظهر لكثرة الشكوك فى شانها و غلبة الاوهام *

"অধিকাংশ আলেম জুমাকে শরিয়তের প্রধান অঙ্গ বুঝিয়া সর্ব্বদা প্রথমে জুমা পড়েন এবং জুমার নামাজে বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জুমার পরে জোহর পড়া জরুরি স্থির করিয়াছেন।"

যখন অধিকাংশ হানাফী বিদ্বান আখের-জোহর পড়িতে আদেশ করেন এবং মিলাদ শরিফের কেয়াম করিয়া থাকেন, তখন উভয় কার্য্য করা যে উৎকৃষ্ঠ কার্য্য হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতিপক্ষ মাওলানা নুরল হক নিরুত্তর হইয়া আমতা আমতা কিছু বলিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসিল, শরীর কম্পিত ও মুখখানা মলিন হইতেছিল, চক্ষে শরিষার ফুল দেখিতেছিলেন, তিনি যে কেতাবরাশি লইয়া আসিয়াছিলেন, তৎসমস্ত হইতে একটী কথা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কেতাব-রাশির অভিশাপে ও দর্শক মণ্ডলীর বদদোয়ায় তিনি যেন পক্ষপাত রোগীর ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

অমনি সভার কয়েক সহস্র কণ্ঠ হইতে জয় আখেরে-জোহর ও কেয়ামের জয় শব্দ উচ্চারিত হইল, তাঁহাদের জয়ধবনিতে আকাশমণ্ডল মুখরিত হইতেছিল। সভার লোকেরা প্রতিপক্ষগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন ছাহেব উচ্চস্বরে বলিয়া দিলেন, আপনারা স্থির ধীরভাবে চলিয়া যান, সাবধান ! যেন কোন প্রকার গোলযোগ না হয়। সভা ভঙ্গ হওয়ার পরে লজ্জার বোঝা মাথায় লইয়া প্রতিপক্ষ দল অন্ধকারে দ্রুতগতিতে সরিয়া পড়িলেন।

গৌরীপুরের বাহাছ

এদিকে মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার পরে গৌরীপুরের রাজা বাহাদুরের অনুরোধে তাঁহার বৈঠকখানায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করার পর রাজা বাহাদুরের টমটমযোগে রাত্রি ৮টার সময় গৌরীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট ক্রয় করিলেন। ধুবড়ী হইতে ট্রেণখানি ষ্টেশনে পৌঁছবে, এমন সময় প্রতিপক্ষদিগের পক্ষ হইতে জনৈক মূর্খ ব্যক্তির মারফতে ধুবড়ীর আঞ্জমনের সেক্রেটারীর নাম জাল করিয়া কোন ধূর্ত্তের স্বাক্ষরিত একখানি জাল চিঠি মাওলানা ছাহেবের হস্তগত হয়। তথায় মাননীয় মিঞাজান মণ্ডল সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলবী ফজলর রহমান সাহেব উপস্থিত থাকায় উক্ত ভ্রাতা ব্যক্তির কথাবার্ত্তায় উহা জাল চিঠি বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে তাহার কার্য্যোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া বিতাড়িত করা হয়। অতঃপর মাওলানা সাহেব ট্রেনে রওয়ানা হইয়া যান। পরদিবস স্থানীয় কয়েক জন ধুবড়ী যাইয়া উক্ত আঞ্জমনের সেক্রেটারী সাহেবকে চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

তথাকার খবিরদ্দিন নামক জনৈক লোক উপরোক্ত বাহাছের ঘটনাকে মিথ্যাভাবে সাজাইয়া ২৬শে পৌষের দৈনিক সুলতান কাগজে ও শ্রীহট্টের 'যুগবাণী' কাগজে প্রচার করেন। হানাফী জামায়াতের প্রধান বৈরী মৌঃ আবদুল্লাহেল কাফি সাহেব ২১ শে পৌষের সত্যাগ্রহী কাগজে যুগবাণীর উক্ত মিথ্যা সংবাদটী প্রচার করিয়া বিদ্বেষের জ্বলন্ত ছবি প্রকাশ করেন। তৎপরে স্থানীয় নিম্নোক্ত মুসলমানগণ সান্দার খবিরদ্দিন সাহেবের প্রচারিত মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ হানাফী, সুলতান ও সত্যাগ্রহী অফিসে রেজিষ্টরী ডাকে প্রেরণ করেন. কিন্তু সুলতান ও সত্যাগ্রহী উক্ত প্রতিবাদটী গোপন করিয়া ফেলেন।

প্রতিবাদকারিদের নাম ঃ—

১। দারাজ উদ্দীন পণ্ডিত (মাটিয়াবাগ), ২। রহিম বখ্শ শেখ, ৩। অহেদ আলি শেখ (চাড়ালডাঙ্গা), ৪। আবিমোহম্মদ খাঁ, ৫। নাসের উদ্দিন কবিরাজ (খোলামারা), ৬। নিরুদ্দিন শেখ, ৭। ফুলাল শেখ, ৮। মুনশী লাল বখ্শ, ৯। জহির উদ্দিন শেখ, ১০। মসতুল্লা শেখ, ১১। আবেদ শেখ, ১২। টোকর শেখ (গেরামারী) ,১৩। মোহম্মদ মিএাজন মণ্ডল (চাপগড়), ১৪। নাহের উদ্দিন মুনশী, ১৫। ফজর শেখ, ১৬। সোনাউল্লা শেখ, ১৭। নুরবখশ শেখ, ১৮। আবদুল শেখ (চাড়ালডাঙ্গা), ১৯। মিয়াজান শেখ, ২০। হিছাব উদ্দীন মুনশী (সাজেরকুটি), ২১। কুদরতুল্লাহ মুনশী (মাটিয়াবহ)

সন ১৩৩৩ সালের ১৬ই ফাল্গুনের হানাফীর ৮ম/৯ম কলমে উপরোক্ত প্রতিবাদকারিদিগের গৌরীপুর বাহাছ সংক্রান্ত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তৎপরে চাপগড় গৌরীপুরের মুনশী মিএাজান মণ্ডল সাহেব যে দ্বিতীয় প্রতিবাদ হানাফী আফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা হানাফীর ১৯ শে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

গৌরীপুর বাহাছের প্রতিবাদ

মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন ছাহেবের গৌরীপুরের বাহাছ সংক্রান্ত যে সমস্ত মিথ্যা রিপোর্ট দৈনিক ''ছোলতান'' ও ''সত্যাগ্রীহী''তে প্রকাশ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক কপি ছোলতান আফিসে ও আর এক কপি সত্যাগ্রহী আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছি, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয, আজ পর্যন্ত তাহা কোনও কাগজে প্রকাশিত হইল না। যে সংবাদপত্র দেশবিখ্যাত আলেম সম্বন্ধে এরূপ

মনগড়া মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে, অথচ তাহার যথার্থ প্রতিবাদ ছাপাইবার সৎসাহস রাখে না, সেরূপ পত্রিকা সমাজের কলঙ্ক মিথ্যা প্রচারের বাহনস্বরূপ। গৌরীপুর বাহাছের প্রকৃত রিপোর্ট 'হানাফী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, আশা করি, দেশবাসী উহা পাঠে বাহাছের যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং এই দুইখানি গোমরাহ সংবাদপত্রে প্রচারিত রিপোর্টের মূল্য কতদূর সত্য তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আরজ ইতি।—

আরজমন্দ — মিঞাজান মণ্ডল

চাপগড়, গৌরীপুর।

ইতি গৌরীপুরের বাহাছ সমাপ্ত।

প্রতক্ষ্যদর্শী—খাকছার খয়রুল্লাহ

কামটা, দেবীশহর, খুলনা।

এক্ষণে আখেরে-জোহর সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানাবি সাহেবের অভিমত এবং কেয়াম সম্বন্ধে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, বগদাদ এবং হিন্দুস্থানের আলেমগণের ফৎওয়াগুলি পাঠকগণকে উপহার দিয়া কেতাবখানি শেষ করিব।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি সাহেব তাতেম্মায়-জেলদে আউওল ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়ার ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

" সেহাহ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, (হজরত) ছা'দ বেনে আবি অক্কাছ ও আব্দ বেনে জাময়া, জাময়ার দাসীপুত্র লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ আব্দ বেনে জাময়া বলিতে লাগিলেন যে, এই বালকটী আমার পিতার দাসীর পুত্র, আর ছা'দ (রাঃ) বলিতে লাগিলেন যে, আমার ভ্রাতা আতাবা বলিয়া গিয়াছে যে, সে উক্ত

দাসীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, উক্ত দাসীর গর্ভে তাহার ঔরষজাত পুত্র হইয়াছে, কাজেই ঐ বালকটী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। (জনাব) নবি (ছাঃ) পুত্র স্বামীর প্রাপ্য হইবে, এই শরিয়তের বিধান অনুসারে ঐ বালকটীকে জাময়ার পুত্র স্থির করিলেন, কিন্তু বালকটী চেহারাতে আতাবা বেনে অক্কাছের তুল্য হইয়াছিল বলিয়া নিজের স্ত্রী উম্মোল-মো'মেনিন (হজরত) ছওদা (রাঃ) কে যিনি জমায়ার কন্যা ছিলেন, উক্ত সন্দেহযুক্ত ভ্রাতা হইতে পর্দ্দা করিতে আদেশ করিলেন। এই হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, বিভিন্ন দলীলের বিরোধ উপস্থিত হইলে যদিও উহার কোন একটি দুর্ব্বল হয়, তথাচ দলীল সমূহের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক দলীলের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা এহতিয়াত, শরিয়তের হুকুম ও ছুন্নত। উহার নজির জোমা ও জোহর এক সঙ্গে পাঠ করা। যদিও জোমা ছহিহ না হওয়ায় দলীল জইফ হয়, তথাচ উপরোক্ত হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এহতিয়াত করার পক্ষে জইফ দলীল হইলেও উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইবে, যেরূপ চেহারাতে সদৃশ হওয়া জইফ দলীল হইলেও উহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। যখন এহতিয়াতে-জোহর পড়ার প্রমাণ হাদিছ হইতে আবিষ্কৃত হইল, তখন উহা পাঠ করা উল্লিখিত আয়ত ও হাদিছগুলির বিপরীত হইল না।

নিম্নলিখিত হাদিছদ্বয় উক্ত নামাজের সমধিক স্পষ্ট দলীল ঃ—

(১) নামাজ কয় রাকয়াত পড়া হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ হইলে, অল্প সংখ্যাটী ধরিয়া আর এক রাকয়াত যোগ করার হুকুম হইয়াছে। সন্দেহ স্থলে তত্তুল্য কার্য্য করিয়া উহার প্রতিকার করা শরিয়ত-সঙ্গত, এই হাদিছে সপ্রমাণ হইল।

(২) যে নামাজ মকরুহ ভাবে আদায় করা হইয়াছে উহা

দোহরাইয়া পড়ার হুকুম হইয়াছে, এস্থলে এক নামাজের তুল্য অন্য নামাজ পড়িয়া নিশ্চিতরূপে ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। এইরূপ যেস্থলে জোমা সন্দেহযুক্ত হয়, তথায় জোহর পড়িলে নিশ্চয় উহার নজির দ্বারা প্রতিকার করা হইবে।

প্রশ্ন

"এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, মোহম্মদ, আবু ইউছফ, জোফার ও হাছান (রাঃ) নিজেরা আখেরে-জোহর পড়িয়াছিলেন কি ? গ্রাম্য লোকদিগকে উহা পড়িতে হুকুম দিয়াছিলেন কি ?

উত্তর

মশকুক পানি থাকিলে, ওজু ও তায়াম্মোম উভয় করা এমাম আজম সাহেবের মত, (সন্দেহস্থলে জোমা) ও আখেরে-জোহর পড়াও এমাম সাবেবের মত বলিয়া অভিহিত হইবে, কেননা যে মতটী এমাম সাহেবের নিয়ম-কানুন হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহাও ফকিহগণের নির্দ্দেশ অনুসারে এমাম সাহেবের মজহাব বলিয়া গণ্য হইবে। স্পষ্টভাবে তাঁহা কর্তৃক উল্লিখিত না হইলেও আপত্তিকর হইবে না, যেহেতু তাঁহার সময় শর্ত্তে সন্দেহ হইয়াছিল না বলিয়া উহার আবশ্যক হইয়াছিল না।"

পাঠক, আখেরে-জোহরের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে, মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেবের 'আখেরে-জোহর' কেতাব পাঠ করুন।

এক্ষণে কেয়াম সংক্রান্ত কতকগুলি ফৎওয়া শ্রবণ করুন;—

কেয়াম সম্বন্ধে মক্কা শরিফের মুফ্তিগণের ফৎওয়া—যাহা

মাওলানা মোহম্মদ আবদুল হক মোহাজেরে মক্কি সাহেবের রচিত "আদ্দোরর্রোল-মোনাজ্জাম" কেতাবে লিখিত আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ; —

افاد العلامة مولانا و شيخ شيخنا عبد الله سراج الحنفى مفتى مكة المكرمة رحمة الله عليه اما القيام اذا جاء ذكر ولادته صلى الله عليه و سلم عند قراة المولد الشريف تـوارثـته الائمة الاعلام و اقره الائمة و الحكام من غير نكير ولارد راد و لهذا كان مستحسنا و من يستحق التعظيم غيره و يكفى اثر عبد الله بن مسعود ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و الله ولى التوفيق و الهادى الى سواء الطريق حرره خادم الشريعة و المنهاج عبد الله بن المرحوم عبد الرحمن سراج *

মক্কা মোকার্রমার মুফতী আল্লামা মাওলানা শায়খোশ—শাএখ আবদুল্লাহ ছেরাজ হানাফী লিখিয়াছেন, — মিলাদ শরিফ পাঠকালে হজরত নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা উপস্থিত হইলে, কেয়াম করা মহা বিদ্বান এমামগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, এমামগণ ও হাকেমগণ উহা সমর্থন করিয়াছেন, ইহার প্রতি কেহ এনকার করেন নাই বা কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, এই হেতু উহা ' মোস্তাহছান' (উত্তম কার্য্য) হইয়াছে। হজরত নবি (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি (সমধিক) সন্মানের পাত্র হইবে ? (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, — "মুছলমানগণ যে কার্য্য উত্তম বিবেচনা করেন উহা আল্লাহতায়ালার নিকট উত্তম। এই বাক্যটীই (কেয়াম মোস্তাহছান হওয়ার) যথেষ্ট দলীল। আল্লাহ সৎকার্য্যের ক্ষমতা প্রদান করার মালিক এবং সত্যপথ

প্রদর্শক।

লেখক—আবদুল্লাহ বেনে আবদুর রহমান সেরাজ।

মক্কা মোয়াজ্জামার মুফতী মাওলানা শেখ জামাল বেনে আবদুল্লাহ বেনে ওমার হানাফী লিখিয়াছেন ;—

القيام عند ذكر مولده الاعظم جمع من السلف استحسنه فهو بدعه حسنة *

"একদল প্রাচীন বিদ্বান হজরত নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশ শরিফ উল্লেখ করা কালে কেয়াম করা মোস্তাহছান বলিয়াছেন, কাজেই উহা বেদয়াতে-হাছানা হইবে।"

মাওলানা শেখ মোহম্মদ রহমতুল্লাহ মোহাজেরে মক্ক হানাফী উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

মক্কা শরিফের শাফেয়ি মুফতি মাওলানা মোহম্মদ বেনে ছইদ লিখিয়াছেন ;—

ان القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه و سلم قيل انه مندوب و قيل انه بدعة حسنة لان البدعة تنقسم الى واجبة والى مستحبة والى بقية الاحكام الخمسة كما بينه العلماء *

"কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের কথা বর্ণনা কালে কেয়াম করা মোস্তাহাব, আর কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা বেদয়াতে-হাছানা, কেননা বেদয়াত ওয়াজেব, মোস্তাহাব ইত্যাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যেরূপ বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন।"

মক্কা শরিফের হাম্বলী মুফতী মাওলানা খালাফ বেনে এবরাহিম সাহেব লিখিয়াছেন ;—

و اما القيام عند ذكر مولده صلى الله عليه و سلم فهو ادب حسن ولا يخالف مشروعا و من تركه مع قيام الناس على اختلاف طبقاتهم فقد سلك مسلك الجفا و ربما يحصل عليه من الذم و التوبيخ ما لاخير فيه ولا يهولنك الشطع و التعمق و التشويد فى انكاره فانه اساءة و استخفاف بالجناب الاعظم صلى الله عليه و سلم ‌*

হজরত নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের কথা বর্ণনা কালে কেয়াম করা উৎকৃষ্ট আদব এবং ইহা শরিয়তের বিপরীত নহে। সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদের কেয়াম করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি উক্ত কেয়াম ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি অত্যাচারের পথ অবলম্বন করিল, আর অনেক সময় এইরূপ ব্যক্তি বৃথা কলঙ্ক ও ভর্ৎসনার পাত্র হইয়া থাকে।

মক্কা শরিফের হাম্বলী মুফতী শেখ মাওলানা মোহম্মদ বেনে হোমাএদ সাহেব লিখিয়াছেন ;—

ان المولد النبوي (ص) فصل السيرة النبوية و معلوم استحباب قرأة السيرة الشريفة كلا او بعضا و اما القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه و سلم فهو مقتضى الادب و لاننا فى مشروعا ‌*

“নিশ্চয় নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশের বৃত্তান্ত তাঁহার জীবনচরিতের এক অধ্যায়, উক্ত মহান চরিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে পাঠ করা যে মোস্তাহাব, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। হজরত

নবি(ছাঃ) এর পয়দাএশের সময় কেয়াম করা আদবের পরিচায়ক এবং উহা শরিয়তের বিপরীত নহে।"

মক্কা শরিফের মালেকি মুফতি মাওলানা হোছাএন বেনে এবরাহিম সাহেব লিখিয়াছেন ;—

القيام عند ذكر ولادة سيد الاولين و الاخرين صلى الله عليه و سلم استحسنه كثير من العلماء *

"বহ সংখ্যক বিদ্বান সৈয়দল আউয়লিন অল-আখেরিন (ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করা মোস্তাহছান বলিয়াছেন।"

মক্কা শরিফের মুফতি মাওলানা মোহম্মদ ওমার বেনে আবুবকর রইছ সাহেব লিখিয়াছেন ;—

نعم القيام عند ذكر ولادته صلى الله عليه و سلم استحسنه العلماء و هو حسن يجب علينا من تعظيمه صلى الله عليه و سلم *

(ছাঃ) এর পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করা মোস্তাহছান বলিয়াছেন, ইহা উত্তম কার্য্য, আমাদের পক্ষে উহা হজরতের (ছাঃ) সন্মান করা ওয়াজেব।"

মক্কাবাসী মাওলানা ওছমান হাছান দেমইয়াতি লিখিয়াছেন ;—

القيام عند ذكر ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه و سلم فى قرأة المولد الشريف تعظيما له صلى الله عليه و سلم امر لاشك فى استحسانه و طلبه و استحبابه و ندبه و يحصل لفاعله من الثواب الحظ الاوفر و الخير الاكبر لانه تعظيم اي تعظيم للنبى الكريم ذى الخلق

العظيم الذى اخرجنا الله به من ظلمات الكفر الى نور الايمان و حلصنا به من نار الجهل الى جنت المعارف و الايقان تعظيمه صلى الله عليه و سلم مسارعة الى رضاء رب العلمين ـ و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه *

মিলাদ শরিফ পাঠকালে সৈয়দল-মোরছালিন (ছাঃ) এর পয়দাএশ বর্ণনা কালে তাঁহার সম্মানের জন্য কেয়াম করা যে মোস্তাহছান ও মোস্তাহাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কেয়ামকারী বহু পরিমাণ ছওয়াব ও মহা কল্যাণ লাভ করিবে। কেননা ইহাতে উক্ত মহা চরিত্রবান নবীর সন্মান করা হয় — যাঁহার দ্বারা আল্লাহ আমাদিগকে কাফেরির অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া ইমানের জ্যোতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাঁহার দ্বারা আমাদিগকে অনভিজ্ঞতার দোজখ হইতে উদ্ধার করিয়া মা'রেফাত ও বিশ্বাসের বেহেশতের দিকে লইয়া গিয়াছেন। কাজেই নবি (ছাঃ) এর সন্মান করাতে আল্লাহ রাব্বোল-আলামিনের সন্তোষের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলীর সন্মান করে, নিশ্চয় উহা অন্তপুর সমূহের পরহেজগারি।" আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সন্মানিত বস্তুগুলির সন্মান করে, উহা তাঁহার পক্ষে তাহার প্রতিপালনের নিকট কল্যানদায়ক হইবে।"

আল্লামা এবনো-হাজার মক্কি লিখিয়াছেন

اجتمعت الامة المحمدية من اهل السنة و الجماعة على استحسان القيام المذكور قد قال صلى الله عليه و سلم لا يجتمع امتى على ضلالة *

"ছুন্নত জামায়াতভুক্ত মোহাম্মদী উন্মত উল্লিখিত কেয়ামের মোস্তাহছান হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন। নিশ্চয় হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উন্মত গোমরাহির উপর একত্রিত হইবে না।"

আনওয়ারে-ছাতেয়া কেতাবের ২৮৪ ২৮৫ পৃষ্ঠায় মক্কা শরিফের যে ফৎওয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি! —

سوال ما قولكم دام فضلكم رحمكم الله تعالى فى عمل المولد النبوي و القيام فيه هل هما جائزان ام لا بينوا توجروا *

আপনারা নবি (ছাঃ) এর মিলাদ পাঠ এবং উহাতে কেয়াম করা সম্বন্ধে কি বলেন ? আপনাদের পদমর্য্যাদা চিরস্থায়ী হউক, আপনাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন, উত্তর লিখিয়া সুফল প্রাপ্ত হউন।

মক্কা শরিফের হানাফী মুফতি মাওলানা মোহম্মদ ছালেহ ছাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

الجواب الحمد لمن هو به حقيق و منه استمد العون و التوفيق نعم هما جائزان و عليه عمل المسلمين فى عامة بلاد الاسلام و الاستدلال على الجواز مبسوط فى كتب الائمة الاعلام ولا عبرة بمنع المانعين من الجهلة الطيام *

উত্তর

" যে আল্লাহ প্রশংসার উপযুক্ত, তাঁহার জন্য সর্ব্ববিধ প্রশংসা এবং আমি তাঁহার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করি। হাঁ, মিলাদ এবং কেয়াম উভয় কার্য্য জায়েজ অধিকাংশ ইসলাম-রাজ্যে মুছলমানগণ

এই মিলাদ ও কেয়াম করিয়া থাকেন, বড় বড় এমামের কেতাবগুলিতে উভয় কার্য্য জায়েজ হওয়ার দলীল বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। অনভিজ্ঞ নির্ব্বোধ নিষেধকারিদের নিষেধ অগ্রাহ্য।"

মক্কা শরীফের মালেকি মুফতি মাওলানা আবুবকর হজ্জি বছইউনি লিখিয়াছেন ঃ—

ما حرره مفتى الاحناف هو عين الصواب

হানাফিগণের মুফ্‌তি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খাঁটি সত্য মত। মক্কা শরীফের শাফেয়ি মুফতি মাওলানা মোহম্মদ ছইদ সাহেব লিখিয়াছেন ;—

اما القيام فى المولد فقيل انه مندوب شرعا وقيل انه بدعة حسنة *

"মিলাদ শরিফের কেয়াম কতক বিদ্বানের মতে শরিয়ত-সঙ্গত মোস্তাহাব ও কতক বিদ্বানের মতে বেদয়াতে-হাছানা।"

মক্কা শরিফের হাম্বলী মুফতী মাওলানা খালাক বেনে-এবরাহিম লিখিয়াছেন ;—

نعم عمل المولد جائز لاجماع المسلمين عليه و القيام عند ذكر مولده صلى الله عليه و سلم فهو ادب حسن *

হাঁ, মিলাদ পাঠ জায়েজ, যেহেতু ইহার প্রতি মুছমানগণের এজমা হইয়াছে এবং উক্ত নবি (ছাঃ) এর পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম কর উৎকৃষ্ট আদব।"

মক্কা শরিফের খতিব মোদার্রেছ মাওলানা আব্বাছ বেনে

জা'ফর সাহেব লিখিয়াছেন ;—

قد اجمع عليه العلماء الاعلام من المذاهب الاربعة فلا يجوز خرق الاجماع و من انفرد برده فكلامه باطل مردود عليه *

"চারি মজহাবের মহা মহা বিদ্বান মিলাদ ও কেয়ামের জায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, কাজেই এই এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েজ নহে। যে ব্যক্তি একা উহার প্রতিবাদ করে, তাহার কথা বাতীল ও পরিত্যক্ত।"

মছাজদোল-হারামের এমাম ও মোদার্রেছ মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

نظرت في هذه الاسئلة و ما اجاب به مفاتى الاسلام و علماء الانام فوجدتها فى غاية الصواب لا يخالفها الا من طمس الله بصره و بصيرته *

'আমি এই ছওয়ালগুলির প্রতি এবং মুছলামানগণের মুফতি ও বিদ্বানগণ তৎসমূদয়ের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহা একান্ত সত্য মত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, যাহার চক্ষু ও জ্ঞান অন্ধ হইয়াছে তদ্ব্যতীত কেহ উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।"

মাওলানা রহমতুল্লাহ মোহজেরে-মক্কি সাহেব লিখিয়াছেন ;—

ما اجاب به مفاتى الاسلام ببلد الحرام هو الحق الذي يعول عليه و يجب المرجع و المصير اليه *

'মক্কা শরিফের মুসলমান মুফতিগণ উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য সত্যমত এবং উক্ত মতের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ওয়াজেব।"

শায়খোদ্দালাএল মাওলানা মোহম্মদ আবদুল হক মোহাজেরে মক্কি সাহেব লিখিয়াছেন ;—

ما كتب فى هذا القرطاس صحيح لاريب فيه

"এই কাগজে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ছহিহ মত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

এক্ষণে আমি মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, জেদ্দা ও হোদায়দার আলেমগণের চারিটী ফৎওয়া 'আনওয়ারে-ছাতেয়া' কেতাবের ২৮১-২৮৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিতেছি।

ছওয়াল

ما قولكم رحمكم الله في ان ذكر مولد النبى صلى الله عليه وسلم و القيام عند ذكر الولادة خاصة مع تعيين اليوم و تزيين المكان و استعمال الطيب و قراة سورة من القرآن و اطعام الطعام للمسلمين هل يجوز و يثاب فاعله ام لا بينوا توجروا *

"আপনারা এ সম্বন্ধে কি বলেন যে, (হজরত) নবী (ছাঃ) এর পয়দাএশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা, বিশেষতঃ তাঁহার পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করা, তুদদ্দেশ্যে একটী দিবস নিদ্দিষ্ট করা, গৃহ সজ্জিত করা, সুগন্ধি বস্তু ব্যবহার করা, কোর-আনের কোন ছুরা পাঠ করা এবং মুসমানদিগকে খাদ্য ভক্ষণ করান জায়েজ হইবে কিনা? এইরূপ কার্য্যকারী ছওয়াবের অধিকারী হইবে কিনা ? আল্লাহতায়ালা আপনাদের উপর রহমত করুন, আপনারা ইহা উত্তর দিয়া সুফল লাভ করুন।'

মক্কা শরিফের বিদ্বানগণের জওয়াব

اعلم ان عمل المولد الشريف بهذه الكيفية المذكورة مستحسن مستحب فالمنكر لهذا مبتدع لانكاره على شئ حسن عند الله و المسلمين كماجاء فى حديث ابن مسعود قال مار اه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و المراد من المسلمين الذين كملوا الاسلام كالعلماء العاملين و علماء العرب و المصر و الشام و الروم و الاندلس كلهم رأوه حسنا من زمان السلف الى الان نصار الاجماع و الامر الذى ثبت بالاجماع فهو حق ليس بضلال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمع امتى على ضلالة فعلى حاكم الشرع تعزير منكره *

"তুমি জানিয়া রাখ যে, উল্লিখিত নিয়মের মিলাদ শরিফ করা মোস্তাহছান মোস্তাহাব, উহার এনকারকারী বেদয়াতি, যেহেতু সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা ও মুসলমানগণের পছন্দনীয় কার্য্যের প্রতি এনকার করিল। হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ)র হাদিছে আসিয়াছে-তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানগণ যে কার্য্যটী পছন্দ করিয়াছেন, উহা আল্লাহতায়ালার নিকট পছন্দনীয়। মুসলমানগণ অর্থে যাহারা ইছলামে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন; যথা আমলকারী আলেমগণ। আরব, মিসর, শাম, রুম ও আন্দলুছিয়ার সমস্ত আলেম প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহা উৎকৃষ্ট কার্য্য ধারণা করিয়াছেন, ইহা এজমা হইয়া গেল, আর যে কার্য্য এজমা কর্ত্তৃক প্রামাণিত হয়, উহা ন্যায্য কার্য, উহা গোমরাহি (ভ্রান্তি) হইতে পারে না। (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উন্মত একযোগে গোমরাহিকে বরণ করিয়া লইতে পরিবে না।

কাজেই শরিয়তের হাকেমের পক্ষে উপরোক্ত প্রকার মিলাদের

এনকারকারীকে শাস্তি দেওয়া জরুরি।”

উপরোক্ত ফৎওয়ায় নিম্নোক্ত ৪২ জন আলেমের নাম স্বাক্ষরিত আছে ;—

১। আবদুর রহমান ছেরাজ (হানাফী মুফতী), ২। আহমদ দেহলান (শাফেয়ি মুফতি), ৩। হাছান (হাম্বলী মুফতী) ৪। মোহম্মদ শরকী (মালেকী মুফতী), ৫। আবদুর রহমান জামাল, ৬। হাছান তাইয়েব, ৭। ছোলায়মান ইছা, ৮। আবদুল কাদের খুকির, ৯। এবরাহিম ফাতেন, ১০। মোহম্মদ জারোল্লাহ, ১১। আহমদ দাগেস্তানি, ১২। আবদুল কাদের শামছ, ১৩। আবদুর রহমান আফেন্দি, ১৪। আহমদ আবুল খায়ের, ১৫। আবদুল কাদের ছখিনি, ১৬। মোহম্মদ ছইদ, ১৭। আবদুল মোত্তালেব, ১৮। আহমদ কামাল, ১৯। মোহম্মদ ছইদ আল-আদিব, ২০। আলি জওদাহ, ২১। সৈয়দ আবদুল্লাহ, ২২। হোছাএন আরাব, ২৩। এবরাহিম নুমুছি, ২৪। আহমদ আমিন, ২৫। শেখ ফরুছ, ২৬। আবদুর রহমান আজামী, ২৭। আবদুল্লাহ মাশ্যাৎ ২৮। আবদুল্লাহ কাম্মাশি, ২৯। মোহম্মদ, ৩০। মোহম্মদ ছিউতি, ৩১। আলি রহিতি, ৩২। মোহম্মদ ছালেহ জওয়ারি, ৩৩। আবদুল্লাহ জাওয়ারি, ৩৪। মোহম্মদ হবিবুল্লাহ, ৩৫। আহমদ নাহরাবি, ৩৬। ছোলায়মান আকাবা, ৩৭। সৈয়দ ওমার শাত্তি, ৩৮। আবদুল হামিদ দাগেস্তানি, ৩৯। মোস্তাফা আফিফি, ৪০। মনছুর, ৪১। মনশাবি, ৪২। মোহম্মদ রাজি।

মদিনা শরিফের আলেমগণের জওয়াব

اعلم ان ما يصنع من الولائم فى المولد الشريف و قرائة بحضرة المسلمين و انفاق المبرات و القيام عند ذكر ولادة الرسول الامين ورش ماء الورد و ايقاد البخور و تزيين المكان و قراة شئ

من القرآن و الصلوة على النبى صلي الله عليه و سلم و اظهار الفرح و السرور فلا شبهة في انه بدعة حسنة مستحبة و فضيلة شريفة مستحسنة فلا ينكرها الا مبتدع لا استماع لقوله بل على حاكم الاسلام ان يعزره *

"তুমি জানিয়া রাখ যে, মুসলমানগণের সমক্ষে মিলাদ-তত্ত্ব পাঠ করা, উক্ত সময়ে খাদ্য ভক্ষণ করান পাক বস্তু সকল দান করা, রাছুলে-আমিনের পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করা, গোলাব ছড়াইয়া দেওয়া, সুগন্ধি বস্তু জ্বালান, গৃহ সজ্জিত করা, কোর-আন শরিফের কিছু অংশ পাঠ করা, নবি (ছাঃ)-এর উপর দরুদ শরিফ পাঠ করা এবং আনন্দ প্রকাশ করা যে উৎকৃষ্ট ও মোস্তাহাব বেদয়াত ও উত্তম মহান ফজিলতের কার্য্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা বেদয়াতি ব্যতীত কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, উহার কথা শ্রবণ করার যোগ্য নহে। বরং শরিয়তের হাকেমের প্রতি তাহার শাস্তি প্রদান করা জরুরি।"

এই ফৎওয়ার নিম্নোক্ত ৩০ জন আলেমের নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে ;—

১। মোহম্মদ আমিন, ২। জা'ফর হোছায়ানি বারজাঞ্জি, ৩। আবদুল জব্বার, ৪। এবরাহিম বেনে খেয়ার, ৫। সৈয়দ ইউছফ, ৬। সৈয়দ মোহম্মদ আলি, ৭। সৈয়দ আবদুল্লাহ, ৮। মোহম্মদ বেনে আহমদ রাফায়ি, ৯। ওমার বেনে আলি, ১০। আলি হারিরি, ১১। সৈয়দ জামালদ্দিন, ১২। সৈয়দ মোস্তাফা, ১৩। আহমদ ছেরাজ, ১৪। হাছান আদিব, ১৫। আবুল বারাকাত, ১৬। আবদুল কাদের মাশ্যাৎ ১৭। সৈয়দ ছালেম, ১৮। আহমদ, ১৯। মোহম্মদ নুর ছোলায়মানি, ২০। আবদুর রহিম বরয়ি, ২১।

মোহম্মদ ওছমান কুর্দ্দি, ২২। কাছেম ২৩। আবদুল আজিজ হাশেমি, ২৪। ইউছফ রুমি, ২৫। মোহছেন, ২৬। মোবারক বেনে ছইদ, ২৭। হামেদ, ২৮। মোহম্মদ হাশেম, ২৯। আবদুল্লাহ বেনে আলি, ৩০। আবদুর রহমান ছাফাবি।

জেদ্দার আলেমগণের জওয়াব

اعلم ان ذكر مولد النبى صلى الله عليه و سلم بهذه الصورة المجموعية المذكورة بدعة حسنة مستحبة شرعا لا ينكرها الا من فى قلبه شعبة من شعب النفاق و كيف له ذلك مع قوله تعالى و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب *

"তুমি জানিয়া রাখ যে, উল্লিখিত নিয়ম পদ্ধতির সহিত নবী (ছাঃ)-এর মিলাদ পাঠ বেদয়াতে-হাছানা ও শরিয়ত-সঙ্গত মোস্তাহাব, যাহার অন্তরে মোনাফেকির কিছু অংশ আছে, তদ্ব্যতীত কেহ উহা অস্বীকার করিবে না। যখন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, — " যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলীর সন্মান করে, নিশ্চয় উহা অন্তর সমূহের পরহেজগারী," তখন কিরূপে উক্ত ব্যক্তিরতপক্ষে উক্ত মিলাদ এনকার করা জায়েজ হইবে ?"

এই ফৎওয়ায় নিম্নোক্ত ১০ জন আলেম স্বাক্ষর করিয়াছেন ; —

১। আলি বেনে আহমদ, ২। আব্বাছ বেনে জা'ফর, ৩। অহমদ ফাত্তাহ, ৪। মোহম্মদ ছোলায়মান, ৫। আহমদ, ৬। মোহম্মদ ছালেহ, ৭। আহমদ ওছমান, ৮। আহমদ বেনে এজলান, ৯। মোহম্মদ বেনে ছাদাকা, ১০। আবদুর রহিম জোবায়দি।

হোদায়দার আলেমগণের উত্তর

قرأة المولد الشريف من الاشياء المذكورة جائزة بل مستحبة يثاب فاعلها فقد الف في ذلك العلماء و حثوا على فعله و قالوا لا ينكرها الا مبتدع فعلى حاكم الشريعة ان يعزره *

"উল্লিখিত নিয়মের সহিত মিলাদ শরিফ পাঠ করা ওয়াজেব, বরং মোস্তাহাব, উক্ত মিলাদের অনুষ্ঠানকারী ছওয়াবের অধিকারী হইবে। বিদ্বানগণ এতৎসম্বন্ধে কেতাব লিখিয়াছেন এবং উহা করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, বেদয়াত মতাবলম্বী ব্যতীত কেহ উহা এনকার করিবে না। শরিয়তের হাকেমের পক্ষে তাহার শাস্তি প্রাদান করা ওয়াজেব।"

এই ফৎওয়ায় নিম্নোক্ত ১২ জন আলেম স্বাক্ষর করিয়াছেন;—

১। এহইয়া, ২। আলি শামি, ৩। আলি বেনে আবদুল্লাহ, ৪। মোহম্মদ বেনে ছালেম, ৫। মোহম্মদ বেনে এবরাহিম, ৬। আলি তাহ্‌হান, ৭। মোহম্মদ বেনে আবদুল্লাহ, ৮। মোহম্মদ বেনে দাউদ, ৯। আলি বেনে এবরাহিম জোবায়দী, ১০। আলি বেনে মোহম্মদ, ১১। আহমদ বেনে মোহম্মদ, ১২। আবদুর রহমান বেনে আলি।

উল্লিখিত ফৎওয়া চারিটী মৌলবি আবদুর রহিম দেহলবি সাহেব ১২৮৮ হিজরীতে উপরোক্ত আলেমগণের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া রওজাতোন্নইম কেতাবের শেষাংশে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমি বগদাদ শরিফের ফৎওয়া 'আনওয়ারে-ছাতেয়া' কেতাবের ২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, উক্ত ফৎওয়া

১৩০৪ হিজরীতে স্বাক্ষর করিয়া আনয়ণ করা হয়।

হজরত বড়পীর সাহেবের রওজা শরিফের নিকটস্থ মছজিদের এমাম মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ ছইদ আফেন্দি সাহেব লিখিয়াছেন;—

قراة المولد الشريف له اصل اخرجه حجة الاسلام الشيخ ابو الفضل ابن حجر العسقلاني و قد ذكر ابن تيمية ان ثواب قراة المولد المبارك غير يسير لما في ذالك من محبة الرسول عليه الصلوة و السلام و قال السيوطي ظهرلي تخريجه علي اصل اخر و القيام حين تذكر ولادته صلي عليه و سلم بقصد التعظيم و الفرح و السرور بقدوم سيد الاولين و الاخرين و جدته من العلماء الاعلام و قد افتى جماعة باستحبابه عند ذكر ولادته صلى الله عليه و سلم و في مولد المدبغي رحمه الله جرت العادة بقيام الناس اذا انتهى المداح الى ذكر مولده صلى الله عليه و سلم و هي بدعة حسنة مستحبة التهيل و تعظيمه واجب على كل مسلم و لا شك ان هذا القيام من باب التعظيم - قال المؤلف و الذى ارسله رحمة للعلمين لو اسطعت القيام على رامى لفعلت ابتغي بذلك الزلفى عند الله عز و جل *

"মিলাদ শরিফ পাঠের দলীল একটী হাদিছ আছে — হোজ্জাতোল-ইছলাম শাএখ-আবুল ফজল এবনো-হাজার আছকালানি উক্ত হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন। এবনো-তায়মিয়া বলিয়াছেন, মিলাদ মোবারক পাঠের ছওয়াব অল্প নহে, যেহেতু উহাতে রাছুল (ছাঃ) এর মহব্বত (প্রকাশিত) হয়। এমাম ছিউতি

বলিয়াছেন, মিলাদ শরিফের দলীল অন্য একটী হাদিছে আছে, ইহা আমি অবগত হইয়াছি। হজরত সৈয়দল-আওয়লিন ও আখেরিন (ছাঃ) এর জগতে পদার্পণ করায় আনন্দ প্রকাশ করার ও সন্মান করার উদ্দেশ্যে তাঁহার পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করা প্রবীণ বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা আমি অবগত হইয়াছি। একদল বিদ্বান হজরত (ছাঃ) এর পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করা মোস্তাহাব হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। 'মওলেদে-মোদাবেগি'তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরতের মিলাদ আলোচনায় প্রশংসা করা কালে লোকদের কেয়াম করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহা উৎকৃষ্ট বেদয়াত ও মোস্তাহাব।...

প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হজরত (ছাঃ) এর সন্মান করা ওয়াজেব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কেয়াম করা সন্মান করার অন্তর্গত। গ্রন্থকার বলেন, যদি আমি নিজের মস্তকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কেয়াম করিতে পারিতাম, তবে তাহাই করিতাম, এতদ্বারা আল্লাহতায়ালার নিকট নৈকট্য লাভের আশা করি।"

বড়পীর সাহেবের মাদ্রাসার প্রধান মোদার্রেছ শায়খোল-ওলামা মাওলানা আবদুছ ছালাম সাহেব, সুলতান রুমের পক্ষ হইতে নিয়োজিত এমাম আজম রহমতুল্লাহে-আলায়হের মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক মাওলানা বাহাওল হক কোরাএশি সাহেব, বগদাদের প্রাচীন মুফতি তফছিরে-রুহুল মায়ানি প্রণেতার সুযোগ্য পুত্র অদ্বিতীয় আলেম মাওলানা সৈয়দ মোহম্মদ শুকরি সাহেব, বগদাদের বর্ত্তমান মুফতির পুত্র মাওলানা জামল ছিদ্‌কি সাহেব, বগদাদের মুফতির নায়েব মাওলানা হাছবিল আহ্বান সাহেব, বড়পীর সাহেবের মাদ্রাসার দ্বিতীয় মোদার্রেছ মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব ও হাছান পাশার জামে মছজিদের মোদার্রেছ মাওলানা আলি আকেন্দি তুর্ক সাহেব উক্ত ফৎওয়াটী সমর্থন করিয়া

স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুস্থানের কতকগুলি ফৎওয়ার কথা উল্লেখ করিতেছি ;—

আনওয়ারে-ছা'তেয়ার ২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, — লক্ষ্ণৌ শহরের ফিরিঙ্গি মহলের আলেমগণ ১২৭৯ হিজরীতে একটী ফাতওয়া প্রস্তুত করেন, উহার মর্ম্ম এই যে, রবিওল-আউওল চাঁদের নির্দ্দিষ্ট তারিখে মিলাদ পাঠ করা বহু আলেম ও মোহাদ্দেছ মোস্তাহাব ও মোস্তাহছান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কোর-আন শরিফের , এই আয়তে হজরত নিব (ছাঃ) এর সম্মান করা হইয়াছে, আর তাঁহার পয়দাএশের আলোচনা করা কালে মিলাদ শরিফের মজলিশে দণ্ডায়মান হওয়া (কেয়াম করা) তাঁহার সম্মানসূচক কার্য্য, কাজেই ইহা জায়েজ হইবে, ইহা কিছুতেই মন্দ বেদয়াত হইতে পারে না। নিম্নোক্ত আলেমগণ উক্ত ফৎওয়ায় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ;—

১। আবুল বারাকাত রোকনদ্দিন তোরাব আলি, ২। মোহম্মাদ ছা'দুল্লাহ, ৩। মোহম্মদ লুৎফুল্লাহ, ৪। মোহম্মদ নইম, ৫। মোহম্মদ ছালেহ, ৬। মোহম্মদ আবদুল অহিদ, ৭। মোহম্মদ আবদুল হাকিম, ৮। হাফিজুল্লাহ, ৯। নইমুল্লাহ ১০। আলি মোহম্মদ, ১১। মোহম্মদ আবদুল হালিম।

উক্ত আনওয়ারে-ছাতেয়া কেতাবের ২৯২।২৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১২৭১ হিজরীতে মিলাদ ও কেয়াম মোস্তাহাব হওয়া সম্মন্ধে একটি ফৎওয়া প্রস্তুত করা হয়, উহাতে দিল্লী, বেরেলি, রামপুর ইত্যাদি বহু স্থানের ৬৭ জন প্রবীণ আলেম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নামগুলি লিখিত হইতেছে ;—

১। হাছানুল্লাহ খাঁ, ২। দিল্লীর মুফতী মোহম্মদ ছদরদ্দিন, ৩। সৈয়দ মোহম্মদ (দিল্লীর মাদ্রাসর মোদার্রেছ), ৪। মোহঃ এম মদ্দিন খাঁ, ৫। কাজি আহমদদ্দিন খাঁ, ৬। কাজি মোহম্মদ

আলি, ৭। শাহ আহমদ ছইদ, ৮। মোহম্মদ ওমার, ৯। মোহম্মদ মোজহার, ১০। করিমুল্লাহ, ১১। ফরিদদ্দিন (দিল্লীর জামে' মছজিদের ওয়াএজ), ১২। হায়দর আলি, ১৩। দাদার বখশ, ১৪। হাছানজ্জামান, ১৫। মোহম্মদ আজিজদ্দিন, ১৬। সৈয়দ তাফাজ্জোল হোছাএন, ১৭। সৈয়দ ইয়াকুব আলি, ১৮। মোহম্মদ রেজা আলি খাঁ, ১৯। মোহম্মদ মখছুছুল্লাহ (মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেবের পুত্র), ২০। আহমদ হোছাএন, ২১। মির মাহমুদ আলি, ২২। গোলাম হোছাএন, ২৩। মোহম্মদ আবদুল ওয়াহেদ, ২৪। মোহম্মদ লোৎফ আলি খাঁ, ২৫। মোহম্মদ আলি, ২৬। মোহম্মদ জালালুদ্দিন, ২৭। তালেবোল-মাওলা, ২৮। মোহম্মদ শরফদ্দীন (রামপুরের মুফতি), ২৯। মোহম্মদ ইয়াকুব আলি, ৩০। হাফেজ, ৩১। করম নবি, ৩২। অল্লাহো ইওয়াইয়েদো, ৩৩। আবুদল করিম, ৩৪। এবএদুল্লাহ, ৩৫। মোহম্মদ আবদুল জামে', ৩৬। জমিল, ৩৭। মোহম্মদ আবদুল আলি। ৩৮। আলি হোছাএন, ৩৯। মোহম্মদ লুৎফোল্লাহ, ৪০। নুরোন্নবী, ৪১। মোহম্মদ আবদুল্লাহ, ৪২। আলি উদ্দীন, ৪৩। আলে-নবী, ৪৪। মকছুদ আলি, ৪৫। শরিফ হোছাএন, ৪৬। জহুর হাছান, ৪৭। মোহম্মদ, ৪৮। নেজামদ্দিন আহমদ, ৪৯। মোহম্মদ আলি, ৫০। ওজির আলী, ৫১। শাহ আলি, ৫২। আলি মোহম্মদ ৫৩। মোহম্মদ চালামতুল্লাহ, ৫৪। ফজলে-রাছুল, ৫৫। ছৈয়দ বশির আলী, ৫৬। দীদার বখশ, ৫৭। হাছানোজ্জামান, ৫৮। মোহম্মদ ফজলে-হক, ৫৯। রফিউল্লাহ, ৬০। মোহম্মদ জালালুদ্দিন, ৬১। অহিদুদ্দিন, ৬২। মোহম্মদ ফজলুল্লাহ, ৬৩। ফজল হাছান, ৬৪। মোহম্মদ আবদুল হক, ৬৫। মোহম্মদ হায়াত, ৬৬। মোহম্মদ খলিলোর-রহমান ৬৭। মোহম্মদ হায়াত বেনে মৌলবি সৈয়দ আহমদ।

নিম্নোক্ত মাওলানাগণ উপরোক্ত ফৎওয়ার সমর্থন করিয়াছেন;—

১। মাওলানা লোৎফুল্লাহ (আলিগড়), ২। মাওলানা ফয়জোল-হাছান (ছাহারানপুর), ৩। মাওলানা আবু মোহম্মদ আবদুর রহমান (লাহোর), ৪। মাওলানা মোহম্মদ এরশাদ হোছাএন (রামপুর), ৫। মাওলানা মোহম্মদ এ'জাজ হোছাএন (রামপুর), ৬। মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ (বেরিলি), ৭। মাওলানা আবদুল কাদের (বাদাইউন), ৮। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (প্রধান মোদার্রেছ বোম্বাই মাদ্রাসা), ৯। মাওলানা সুফি সৈয়দ এমাদদ্দিন (বোম্বাই ভিণ্ডি বাজার), ১০। মাওলানা অকিল আহমদ (হায়দ্রাবাদ), ১১। মাওলানা নজির আহমদ খাঁ, (মোদার্রেছ আহমদাবাদ মাদ্রাসা), ১২। মাওলানা মোহম্মদ আবুল বারাকাত (গাজিপুর), ১৩। মাওলানা মোহম্মদ ফারুক (চরইয়াকোট), ১৪। মাওলানা মোহম্মদ আবদুল মজিদ (লক্ষ্ণৌ),১৫। মাওলানা মোহম্মদ আবদুল গফুর (ফতেপুর), ১৬। মাওলানা শাহ আদেল (কানপুর), ১৭। মাওলানা মোহাঃ আবদুল্লাহ (প্রধান মোদার্রেছ মাদ্রাসা আকবরাবাদ), ১৮। মাওলানা আবদুল হক (দিল্লী), ১৯। মাওলানা মোহম্মদ ইয়াকুব (মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের শিষ্য), ২০। মাওলানা মোহঃ আবুদল হক (রুড়কি মাদ্রাসার মোদার্রেছ), ২১। মাওলানা ছাদেক আলি (মিরাট), ২২। মাওলানা হাজি শাহ এমদাদুলাহ মোহাজেরে মক্কি (মাওলানা আশরাফ আলি ও মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেবদ্বয়ের পীর মোরশেদ), ২৩। মৌলবী ছউদদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন যে, আমার শিক্ষক মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি সাহেব এই ফৎওয়া-সমন্বিত কেতাবখানি ছহিহ বলিয়াছেন।

—ঃঃ সমাপ্ত ঃঃ—